সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায় মন্ত্রণালয় পরিচিতি	০১-৪৬
দ্বিতীয় অধ্যায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	৪৭-৬৭
তৃতীয় অধ্যায় পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর	৬৮-৮২
চতুর্থ অধ্যায় জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (নিপোর্ট)	৮৩-৮৪
পঞ্চম অধ্যায় ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর	৮৫-৮৬
ষষ্ঠ অধ্যায় স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	৮৭-৯২
সপ্তম অধ্যায় সেবা পরিদপ্তর	৯৩-৯৭
অষ্টম অধ্যায় ন্যাশনাল ইলেকট্রো-মেডিকেল ইকুইপমেন্ট মেইন্টেন্যান্স ওয়ার্কশপ এন্ড ট্রেনিং সেন্টার (নিমিউ এন্ড টিসি)	৯৮
নবম অধ্যায় যানবাহন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ সংস্থা (টেমো)	৯৯-১০১
দশম অধ্যায় মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল	১০২-১৫৪
একাদশ অধ্যায় রিভাইটালাইজেশন অব কমিউনিটি হেলথ কেয়ার ইনিশিয়েটিভ ইন বাংলাদেশ (আরসিএইচসিআইবি)	১৫৫-১৬০
দ্বাদশ অধ্যায় জাতীয় পুষ্টি কার্যক্রম (এনএনপি)	১৬১-১৬৮
ত্রয়োদশ অধ্যায় স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট ও জিএনএসপি ইউনিট	১৬৯-১৭২
চতুর্দশ অধ্যায় মানব সম্পদ উন্নয়ন ইউনিট	১৭৩-১৭৯
পঞ্চদশ অধ্যায় সামাজিক স্বাস্থ্য বীমা (Social Health Insurance)	১৮০-১৮২

৬ষ্ঠ অধ্যায়

স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর

ভূমিকা

স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (Health Engineering Department) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব প্রকৌশল সংস্থা। ২০১০ সালে সাবেক নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থাপনা ইউনিট (সিএমএমইউ) কে Attached Department হিসেবে Health Engineering Department (HED) এ উন্নীত করা হয়। বর্তমানে এইচইডি'র অনুমোদিত জনবল ৪৯১ জন। এইচইডি'র প্রধান কার্যালয় ঢাকায় অবস্থিত। এছাড়া ৪টি সার্কেল অফিস, ১৬টি বিভাগীয় কার্যালয় ও ৫০টি সহকারী প্রকৌশলীর কার্যালয়ের মাধ্যমে এইচইডি'র কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। মূলতঃ গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দোরগোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা পৌছে দেয়ার লক্ষ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অবকাঠামো নির্মাণ, উন্নীতকরণসহ বিদ্যমান অবকাঠামোর মানসম্মত মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ এর গুরুদায়িত্ব এইচইডি'র উপর ন্যস্ত রয়েছে। এইচইডি স্বল্প সংখ্যক জনবল দ্বারা সে দায়িত্ব পালনে সদা সচেষ্ট রয়েছে।

কর্মপরিধি

ওয়ার্ড পর্যায় থেকে জেলা পর্যায়ের ১০০ শয্যা পর্যন্ত স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ অবকাঠামো/স্থাপনাসমূহের নির্মাণ, উন্নীতকরণ, সম্প্রসারণ মেরামত ও সংস্কার কাজ বাস্তবায়নের দায়িত্ব স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (এইচইডি) এর উপর ন্যস্ত আছে। এ ছাড়া মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে জেলা হাসপাতাল, জাতীয় পর্যায়ের হাসপাতাল, বিশেষায়িত হাসপাতাল নির্মাণ, উন্নীতকরণ, সম্প্রসারণ ও মেরামত সংস্কার কাজও এইচইডি কর্তৃক বাস্তবায়িত হয়।

জনবল এবং বিভাগভিত্তিক কর্মবন্টন

স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী অনুমোদিত জনবল ৪৯১ জন। নিম্নে জনবল সংক্রান্ত তথ্যাবলী দেয়া হলো-

ক্রমিক নং	কার্যালয়ের নাম	অনুমোদিত জনবলের সংখ্যা
১	প্রধান কার্যালয়	৭৫
২	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর কার্যালয় (৪টি)	৩১
৩	নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয় (১৬টি)	১৬৮
৪	সহকারী প্রকৌশলীর কার্যালয় (৫০টি)	২১৭
	মোট =	৪৯১

বিভাগভিত্তিক কর্মবন্টন

এইচইডি'র কর্মপরিধি অনুযায়ী ওয়ার্ড পর্যায়ে কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণ, মেরামত ও সংস্কার কাজ, ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ, মেরামত ও সংস্কার কাজ, উপজেলা পর্যায়ে নতুন ৩১ শয্যা বিশিষ্ট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স নির্মাণ কাজ, বিদ্যমান উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সসমূহকে ৩১ শয্যা থেকে ৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ কাজ, নতুন ২০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল নির্মাণ, উপজেলা স্টোর নির্মাণ, জেলা পর্যায়ে জেলা সদর হাসপাতালের উন্নীতকরণ কাজ, মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র (MCWC), FWVTI, RTC নির্মাণ, নার্সিং ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, নার্সিং কলেজ, ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি (IHT) নির্মাণসহ মন্ত্রণালয় নির্দেশিত অন্যান্য কাজ স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (এইচইডি) এর উপর ন্যস্ত রয়েছে।

২০০৮-২০০৯ ও ২০০৯-২০১০ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দ (অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন) ও ব্যয়

উন্নয়ন বাজেট : অংকেসমূহ লক্ষ টাকায়

অর্থবছর	বরাদ্দকৃত টাকার পরিমাণ			ব্যয়িত টাকার পরিমাণ		
	জিওবি	আরপিএ	মোট	জিওবি	আরপিএ	মোট
২০০৮-০৯	৩৪৫০০.০০	৩২০০.০০	৩৭৭০০.০০	৩৪৩৫০.০৯	৩১৯৭.০০	৩৭৫৪৭.০৯
২০০৯-১০	২৬৫০০.০০	১১৫০০.০০	৩৮০০০.০০	২৬৩৭৭.২৯	১১০৩৭.৫৪	৩৭৪১৪.৮৩

অনুন্নয়ন বাজেট

অর্থবছর	বরাদ্দকৃত টাকার পরিমাণ	ব্যয়িত টাকার পরিমাণ
২০০৮-০৯	১৩৩০০.০০	৯৭০১.৭১
২০০৯-১০	১৮৪০০.০০	১০২৩৭.৩৭

বিভাগভিত্তিক কার্যসম্পাদন প্রতিবেদন

স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক কর্ম সম্পাদন/বাস্তবায়িত কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ-

কমিউনিটি ক্লিনিক মেরামত ও সংস্কার কাজ : স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে ১৯৯৮-২০০১ সময়কালে নির্মিত ১০৭২৩টি কমিউনিটি ক্লিনিক দীর্ঘকাল যাবৎ পরিত্যক্ত অবস্থায় থাকায় পুণরায় চালুকরণের জন্য ক্লিনিকগুলোর মেরামত ও সংস্কার কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়। এ পর্যন্ত ৭৫৬৫টি কমিউনিটি ক্লিনিক মেরামত ও সংস্কার করা হয়েছে। অবশিষ্ট কমিউনিটি ক্লিনিকসমূহের মেরামত কাজ জুন'২০১১ মাসের মধ্যে সমাপ্ত হবে।

নতুন কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণ কাজ : Revitalization of Community Health Care Initiatives in Bangladesh শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২৮৭৬টি কমিউনিটি ক্লিনিকের মধ্যে প্রথম পর্যায়ে ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরে ১০০টি কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণ করা হয়েছে। ২০১০-২০১১ অর্থবছরে আরও ১২০৫টি কমিউনিটি ক্লিনিকের নির্মাণ কাজ চলছে এবং কাজের অগ্রগতি সন্তোষজনক। অবশিষ্ট কমিউনিটি ক্লিনিকসমূহের নির্মাণ কাজ প্রকল্প মেয়াদের মধ্যে শেষ করা সম্ভবপর হবে।

ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ/আরডি উন্নীতকরণ কাজ : সারাদেশে প্রতিটি ইউনিয়নে ১টি করে ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র UH & FWC স্থাপন কার্যক্রমের আওতায় ইতোমধ্যে ৩৮৩২টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ হয়েছে। পরবর্তী সেক্টর প্রোগ্রামের আওতায় (২০১১-২০১৬) অবশিষ্ট ৩৬৬টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র UH & FWC নির্মাণ/পল্লী দাতব্য চিকিৎসালয় RD সমূহকে UH&FWCতে উন্নীতকরণ করা হবে।

উপজেলা হাসপাতাল ৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ : গ্রামীণ জনসাধারণের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে সারাদেশে ৪২১টি উপজেলায় ৩১ শয্যাবিশিষ্ট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স পর্যায়ক্রমে নির্মাণ করা হয়। কালক্রমে জনসংখ্যা বৃদ্ধি, জনগণের স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি এবং বাস্তব চাহিদার প্রেক্ষাপটে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সসমূহের সম্প্রসারণ এবং মান উন্নীতকরণ অপরিহার্য হয়ে পড়ে। সে প্রেক্ষিতে বর্তমানে উপজেলা কমপ্লেক্সকে উন্নীতকরণ কার্যক্রমের আওতায় ১৯টি নতুন শয্যা, OT, আউটডোর, ইত্যাদিসহ ওপিটি ভবন, ডক্টরস্ কোয়ার্টার (১০০০ বর্গফুট) নার্সেস কোয়ার্টার (৮০০ বর্গফুট) এবং স্টাফ কোয়ার্টার (৬০০ বর্গফুট), নির্মাণ কাজসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

- ৩০১টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ৩১ থেকে ৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ কাজ হাতে নেয়া হয়েছে
- ২৩১টির নির্মাণ কাজ ইতোমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে
- ৭০টি উন্নীতকরণ কাজ চলছে
- ১২০টি উপজেলায় স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ৩১ থেকে ৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ কাজ পরবর্তী সেক্টর প্রোগ্রামের (২০১১-২০১৬) আওতায় বাস্তবায়ন করা হবে।

৩১ শয্যা বিশিষ্ট নতুন হাসপাতাল নির্মাণ : নবসৃষ্ট উপজেলায় জনসাধারণের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার জন্য প্রতিটি উপজেলায় স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স নির্মাণ কাজ হবে। এ পর্যন্ত ০৯টি ৩১শয্যা বিশিষ্ট নতুন হাসপাতাল নির্মিত হয়েছে। ৪টির নির্মাণ কাজ চলছে।

জেলা সদর হাসপাতালকে ১০০ শয্যায় উন্নীতকরণ কাজ : দেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জেলা সদর হাসপাতালসমূহকে পর্যায়ক্রমে মান উন্নয়ন করা হচ্ছে। শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধি, নতুন অপারেশন থিয়েটার (OT) নির্মাণ, মা ও শিশু বান্ধবকরণ, নতুন টয়লেট, বাথরুম নির্মাণসহ ডাক্তার ও নার্সদের আবাসন সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, নীলফামারী, পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, নওগাঁ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, চুয়াডাঙ্গা, বাগেরহাট, পিরোজপুর, ঝালকাঠি, লক্ষ্মীপুর, খাগড়াছড়ি, শরিয়তপুর জেলা সদর হাসপাতালকে ইতোমধ্যে ৫০ শয্যা থেকে ১০০ শয্যায় উন্নীতকরণ কাজ চলছে। নড়াইল, গাজীপুর এবং রাজবাড়ী সদর হাসপাতালকে ৫০ থেকে ১০০ শয্যায় উন্নীতকরণ কাজ বর্তমান চলছে। পরবর্তী সেক্টর প্রোগ্রামের আওতায় আরও ০৮টি জেলা সদর হাসপাতালকে ২৫০ শয্যায় উন্নীত করা হবে।

নার্সিং কলেজ ও ট্রেনিং ইনস্টিটিউট নির্মাণ : নার্সিং হচ্ছে স্বাস্থ্যসেবার মেরুদণ্ড। মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার জন্য নার্সিং সেবা অপরিহার্য। দেশ-বিদেশে দক্ষ নার্সের চাহিদা বিবেচনা করে সরকার দক্ষ নার্স তৈরীর জন্য নতুন নতুন নার্সেস ট্রেনিং ইনস্টিটিউট এবং নার্সিং কলেজ নির্মাণের পরিকল্পনা করেছে। এইচইডি কর্তৃক বগুড়া, চট্টগ্রাম নার্সিং কলেজ নির্মাণ কাজ ইতোমধ্যে শেষ হয়েছে। খুলনা নার্সিং কলেজ নির্মাণ কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে। মানিকগঞ্জ নার্সিং ট্রেনিং ইনস্টিটিউট এর নির্মাণ কাজ চলছে। পরবর্তী সেক্টর প্রোগ্রামের আওতায় আরও ১৫টি নার্সেস ট্রেনিং ইনস্টিটিউট এবং ১০টি নার্সিং কলেজ নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে।

ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি (আইএইচটি) নির্মাণ : ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি (IHT) প্রতিষ্ঠান থেকে স্বাস্থ্যসেবা সহকারী, ল্যাবরেটরি টেকনিশিয়ান ইত্যাদি জনবল প্রশিক্ষণ লাভ করেন। ইতোমধ্যে চট্টগ্রাম, বরিশাল এবং রংপুরে (৩টি) ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি (IHT) এর নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। সিলেট ও খুলনায় আরও ০২টি IHT এর নির্মাণ কাজ চলছে।

ইনস্টিটিউট অব ট্রপিক্যাল অ্যান্ড ইনফেকশাস ডিজিজ স্থাপন : উষ্ণমন্ডলীয় বিভিন্ন রোগ-ব্যাধি যেমন-ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, ফাইলেরিয়া, সাপে কাটা ও সংক্রামক ব্যাধি সংক্রান্ত গবেষণার জন্য দক্ষিণ এশিয়ায় প্রথম একটি ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল নির্মাণ কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। সে লক্ষ্যে চট্টগ্রাম ফৌজদারহাটে ইনস্টিটিউট অব ট্রপিক্যাল অ্যান্ড ইনফেকশাস ডিজিজ এন্ড হাসপাতাল এর ১ম পর্যায়ের নির্মাণ কাজ ইতোমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে ১০০ শয্যার হাসপাতালসহ অন্যান্য কাজ বাস্তবায়নের পরিকল্পনা পরবর্তী সেক্টর প্রোগ্রামে অন্তর্ভুক্ত আছে।

২০ শয্যা বিশিষ্ট নতুন হাসপাতাল নির্মাণ : উপজেলা সদর থেকে দূরে অবস্থিত জনসাধারণের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্য সেবা পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে এবং যে সকল উপজেলায় স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স উপজেলা সদর থেকে দূরবর্তী স্থানে অবস্থিত সে সকল স্থানের জনগণের স্বাস্থ্যসেবার কথা বিবেচনা করে ২০ শয্যার হাসপাতাল নির্মাণ করা হচ্ছে। এ প্রকল্পের আওতায় এ পর্যন্ত ১৫টি নতুন হাসপাতাল নির্মিত হয়েছে। ৭টির নির্মাণ কাজ চলছে।

উপজেলা স্টোর নির্মাণ : পরিবার পরিকল্পনা সামগ্রী এবং ঔষধপত্র সংরক্ষণ এবং দূরবর্তী স্থানে সরবরাহ নিশ্চিতকরণের জন্য প্রতিটি উপজেলায় একটি করে উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা স্টোর নির্মাণ করা হচ্ছে। ইতোপূর্বে ১৯৯৮-২০০১ সময়কালে ২১০টি উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা স্টোর নির্মাণ করা হয়েছিল। পরবর্তীতে ৭৮টি উপজেলা স্টোর নির্মাণ কাজ হাতে নেয়া হয়েছে।

- ৫৯টি উপজেলা স্টোর নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে
- ১৯টি নির্মাণ কাজ চলছে।

HNPSP-এর আওতায় এইচইডি কর্তৃক সম্পাদিত কাজের তালিকা নিম্নরূপ-

ক্রমিক	কাজের নাম	হাতে নেয়া মোট কাজের সংখ্যা	সমাপ্ত কাজের সংখ্যা	চলমান কাজের সংখ্যা	মন্তব্য
১	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে ৩১ শয্যা হতে ৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ	৩০১	২৩১	৭০	
২	৩১ শয্যা বিশিষ্ট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স নির্মাণ	১৩	৯	৪	
৩	২০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল নির্মাণ	২২	১৫	৭	
৪	জেলা হাসপাতালকে ৫০ শয্যা হতে ১০০ শয্যায় উন্নীতকরণ	২০	১৬	৪	
৫	নার্সিং কলেজ নির্মাণ	৩	২	১	
৬	২০০ শয্যা বিশিষ্ট ডেন্টাল কলেজ ও হাসপাতাল নির্মাণ	১	১	-	
৭	উপজেলা স্টোর নির্মাণ	৭৮	৫৯	১৯	
৮	মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রকে ১০ শয্যা হতে ২০ শয্যায় উন্নীতকরণ	৬০	৬০	-	
৯	মোহাম্মদপুর ফার্টিলিটি সার্ভিসেস এন্ড ট্রেনিং সেন্টারকে মা ও শিশু স্বাস্থ্য ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে উন্নীতকরণ	১	১	-	
১০	১০০ শয্যা বিশিষ্ট ডায়াবেটিক হাসপাতাল নির্মাণ	২	২	-	
১১	মিরপুরস্থ হোমিওপ্যাথিক এবং আয়ুর্বেদিক হাসপাতাল উন্নীতকরণ	১	১		
১২	মেডিকেল এ্যাসিট্যান্ট ট্রেনিং স্কুলকে মেডিকেল এ্যাসিট্যান্ট ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে রূপান্তরকরণ	৪	৪	-	
১৩	ঝিনাইদহ জেলা মেডিকেল এ্যাসিষ্ট্যান্ট ট্রেনিং ইনস্টিটিউট নির্মাণ	১	১	-	
১৪	সিলেট জেলায় ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার ভিজিটর ট্রেনিং ইনস্টিটিউট নির্মাণ কাজ	১	১	-	
১৫	ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি নির্মাণ	৫	৩	২	
১৬	সিলেট সরকারি তিবিবয়া কলেজ নির্মাণ	১	১	-	
১৭	ফৌজদারহাট (চট্টগ্রাম) ইনস্টিটিউট অব ট্রপিক্যাল এন্ড ইনফেকসাস ডিজিজ নির্মাণ	১	১	-	
১৮	ঢাকার মিরপুরস্থ লাল কুঠিতে মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য ট্রেনিং ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান স্থাপন	১	-	১	
১৯	মানিকগঞ্জ জেলায় নার্সিং ট্রেনিং ইনস্টিটিউট নির্মাণ	১	-	১	
২০	জেলা পর্যায়ের হাসপাতালে ডক্টরস্ কোয়ার্টার নির্মাণ	১৯	১৯	-	
২১	ঢাকাস্থ স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ অব ফিজিশিয়ান এন্ড সার্জনস্ ভবনের অধিকতর উন্নীতকরণ কাজ।				
২২	ঢাকার মহাখালীস্থ বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ান এন্ড সার্জনস্ ভবনের অধিকতর উন্নীতকরণ	১	-	১	
২৩	দিনাজপুর জেলার সদরে অরবিন্দু শিশু হাসপাতাল নির্মাণ	১	-	১	
২৪	জেলা হাসপাতালসমূহে আইসোলেশন ইউনিট স্থাপন	৬৪	৬৫	৮	
২৫	ঢাকাস্থ মহাখালীতে ২০ তলা স্বাস্থ্য ভবন নির্মাণ	১	-	১	
২৬	ঢাকাস্থ মহাখালী নিপসম ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ (৪র্থ তলা পর্যন্ত) কাজ।	১	-	১	
২৭	ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ এবং আরডি উন্নীতকরণ	৬৩৬	৫৫৭	৭৯	

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃ

অপারেশনাল প্ল্যানভুক্ত কাজ : Health, Population & Nutrition Sector Development Programme (HPNSDP)-এর আওতায় (২০১১-২০১৬) দেশব্যাপী বিভিন্ন স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অবকাঠামো নির্মাণ, উন্নীতকরণ ও সংস্কার কাজের জন্য ৪৮১৫২৫.০০ লক্ষ টাকার উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে প্রকল্প সাহায্যের (পিএ ফান্ড) আওতায় প্রথম ১৮ মাসের পরিকল্পনায় ৮,১০৪০৯০.০০ লক্ষ টাকার কাজ অন্তর্ভুক্ত।

গৃহীত উল্লেখযোগ্য প্রকল্পসমূহ :

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	Carried over কাজ	নতুন কাজ	মোট
১	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ৩১-৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ	৩৯	১১২	১৫১
২	জেলা হাসপাতালকে ৫০-২৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ	০৪ (৫০-১০০)শয্যা	০২	০৬
৩	আধুনিক সদর হাসপাতাল ১০০-২৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ	–	১৩	১৩
৪	ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ	৫৮	৩৬৬	৪২৪
৫	নার্সিং ইনস্টিটিউট নির্মাণ	১	১২	১২
৬	নার্সিং ইনস্টিটিউটকে নার্সিং কলেজে রূপান্তরকরণ	১	১৫	১৫
৭	৩১ শয্যা বিশিষ্ট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স নির্মাণ	৪	১০	১৪
৮	নতুন ২০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল নির্মাণ	৮	৫২	৬০
৯	ঢাকায় মহাখালীতে স্বাস্থ্য ভবন নির্মাণ	১	–	১
১০	স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (এইচইডি) ভবন নির্মাণ	-	১	১
১১	বিভাগীয় ও জেলা পরিবার পরিকল্পনা ভবন নির্মাণ	–	৬১	৬১
১২	উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা স্টোর নির্মাণ	১১	-	-
১৩	ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র উন্নীতকরণ	–	২২১৮	২২১৮
১৪	এফডব্লিউভিটিআই নির্মাণ	১	৯	৯
১৫	আরটিসি নির্মাণ	১	১০	১০
১৬	বিভাগীয় পর্যায়ে ড্রাগ অফিস নির্মাণ	-	৫	৫
১৭	মেডিকেল এ্যাসিসটেন্ট ট্রেনিং ইনস্টিটিউট এবং কন্টিনিউইং নার্সিং এডুকেশন সেন্টার সম্প্রসারণ	–	৪	৪
১৮	নার্সিং ভবন নির্মাণ	-	১	১
১৯	সেন্ট্রাল ইপিআই ভ্যাকসিন ওয়্যারহাউজ নির্মাণ	-	১	১

ডিপিপিভুক্ত কাজ : উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা (ডিপিপি) এর আওতায় (১) গোপালগঞ্জ জেলায় ৫০০ শয্যা বিশিষ্ট শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এবং নার্সিং ইনস্টিটিউট স্থাপন কাজ (২) ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এবং নার্সিং ইনস্টিটিউট স্থাপন কাজ পরবর্তী সেক্টর প্রোগ্রামের আওতায় বাস্তবায়নের পরিকল্পনা রয়েছে, যার প্রাক্কলিত মূল্য নিম্নরূপ-

১. গোপালগঞ্জ শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল	৩৯০০০.০০ লক্ষ টাকা
২. সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল	২৬১০০.০০ লক্ষ টাকা
মোট	৬৫১০০.০০ লক্ষ টাকা

কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণ কাজ : সারাদেশে ১৩৫০০টি কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণ ও ফাংশনাল করার লক্ষ্যে আগামী অর্থবছরে সর্বশেষ পর্যায়ে প্রায় ১৬০০টি কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণ করা হবে।

অনুন্নয়ন বাজেটভুক্ত কাজ : বরাবরের ন্যায় আগামী অর্থবছরেও রাজস্ব (অনুন্নয়ন) বাজেটের আওতায় বিদ্যমান স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা স্থাপনার দৈনন্দিন, রুটিন ও পিরিওডিক্যাল মেরামত ও সংস্কার কাজ বাস্তবায়ন করা হবে, যার প্রাক্কালিত মূল্য হবে প্রায় ১৫০০০.০০ লক্ষ টাকা।

উপসংহার

নবসৃষ্ট স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর স্বল্প সংখ্যক জনবলের মাধ্যমে নিরলস পরিশ্রম করে দেশের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অবকাঠামোর নির্মাণ, উন্নীতকরণ, মেরামত ও সংস্কার কাজ বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। দেশের আপামর জনসাধারণের স্বাস্থ্যসেবার মান বৃদ্ধির সাথে সাথে এইচইডি'র কর্মপরিধি প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এইচইডি'র কার্যক্ষমতা, গতিশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে অবিলম্বে এইচইডি'র সম্প্রসারণ করে জনবল বৃদ্ধি করা অপরিহার্য। প্রশাসনিক ও সাংগঠনিক কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করে স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর দেশের আপামর জনসাধারণের কাছে স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দিয়ে ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনে কার্যকরী ভূমিকা পালন করবে।